3098 - কোন মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া হজ্জে যাওয়া জায়েয নেই

প্রশ্ন

কোন নারী যদি সঙ্গি হিসেবে কোন মাহরাম না পান সেক্ষেত্রে তিনি কি একদল পুরুষ কিংবা একদল নারীর সাথে হজ্জে কিংবা উমরাতে যেতে পারেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আগে ও বর্তমানে এ মাসয়ালাতে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: রাস্তা নিরাপদ হলে ও সঙ্গিণ নির্ভরযোগ্য হলে কোন নারী মাহরাম ছাড়াই হজ্জ আদায় করতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন: সঙ্গিণ নির্ভরযোগ্য হলেও কোন নারী তাকে হেফাযতকারী মাহরাম ছাড়া সফর করা নাজায়েয। এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদের মাযহাব। তাঁরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন:

১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোন নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। মাহরামের উপস্থিতি ব্যতীত কোন নারীর কাছে কোন পুরুষ প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি অমুক সেনাদলে যোগ দিতে চাই; কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে চান। তখন তিনি বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও"[সহিহ বুখারী (১৭৬৩) ও সহিহ মুসলিম (১৩৪১)]

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমানদার কোন নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া একদিন একরাতের কোন সফরে বের হওয়া বৈধ নয়" [সহিহ বুখারী (১০৩৮) ও সহিহ মুসলিম(১৩৩)] সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে- "দুইদিনের সফরে"।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: আবু সাঈদ (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে- "দুইদিনের সফরে"। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে- "একদিন একরাতের সফরে"। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্যরকম বর্ণনাও আছে। ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে- "তিনদিনের সফরে"। তাঁর থেকে আরও বর্ণনা আছে। দিনের সংখ্যা নির্ধারণের এ বিভিন্নতার কারণে অধিকাংশ আলেমের

মতে, যে কোন ধরণের সফররে ক্ষত্রেে হাদসিটরি বধিান প্রযোজ্য।

ইমাম নববী বলনে: “সময়সীমা নর্িধারণ উদ্দশ্যে নয়। বরং সফর বলতে যা বুঝায় নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া তাতে বরে হওয়া নষিদ্ধি। সময় নর্িধারণরে উল্লখে এসছে কোন ঘটনার পরপ্রিক্ষেতিে; তাই সটো ধর্তব্য নয়। ইবনুল মুনায়যরি বলনে: একাধকি প্রশ্নকারীর প্রশ্নরে পরপ্রিক্ষেতিে সময়সীমা নর্িধারণরে এতরকম বর্ণনা এসছে।” সমাপ্ত [ফাতহুল বারী, (৪/৭৫)]

দুই:

মাহরাম সাথে থাকাকে যারা ওয়াজবি বলনে না; তাদরে দললি হচ্ছে-

ক. আদ বিনি হাতমি (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনি বিলনে: একদনি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে উপস্থতি ছলিাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে দারদ্ররি অভযিোগ করল। কছিুক্ষণ পর আরকে লোক এসে দস্যুতার শকিার হওয়ার অভযিোগ করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: হে আদ, তুমি কি হরোত (বর্তমানে ইরাকরে কুফা) দখেছে? আমি বললাম: দখেনি, তবে শুনছে। তনি বিললনে: যদি তুমি দীর্ঘদনি বচেঁে থাক তাহলে দখেবে হরোত থকেে একজন নারী কাবা তাওয়াফ করার জন্য আসবে; কন্িতু সে নারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। আদ বিলনে: আমি দখেছে, হরোত থকেে একজন নারী সফর করে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছে; কন্িতু আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায়নি।[সহহি বুখারী (৩৪০০)]

এ দললিরে প্রত্যুত্তর হচ্ছে- এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পক্ষ থকেে এ ধরণরে বষিয় ঘটবার সংবাদ। কোন একটি বষিয় সংঘটতি হওয়ার সংবাদ দওেয়ার অর্থ এ নয় যে, এটি জায়যে। বরং হতে পার, সটেি জায়যে; হতে পারে সটেি নাজায়যে- দললিরে ভত্তিতি। যমেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়িামতরে আগে মদ্যপান, ব্যভচিার ও হত্যা ব্যাপক হারে সংঘটতি হওয়ার সংবাদ দয়িছেনে; অথচ এগুলো হারাম, কবরিা গুনাহ।

তাই এ হাদসিরে উদ্দশ্যে হচ্ছে- নরিাপত্তা বস্তিার লাভ করবে এমনকি কোন কোন নারী দুঃসাহস করে মাহরাম ছাড়া একাকী সফর করব। হাদসিরে উদ্দশ্যে এটা নয় যে, মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়যে।

নববী বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যগেুলোকে কয়িামতরে আলামত হসিবেে উল্লখে করছেনে এর সব আলামত হারাম কংিবা নন্দিনীয় নয়। রাখালরা কর্তৃক উঁচু উঁচু ভবন তরৈী করা, সম্পদ বড়েে যাওয়া, পশ্চাশজন নারী একজন পুরুষরে কর্তৃত্বাধীন থাকা— নঃিসন্দহেে হারাম কছিু নয়। এগুলো হচ্ছে কয়িামতরে আলামত। আলামত হারাম হওয়া কংিবা নন্দিনীয় হওয়া শর্ত নয়। আলামত ভাল হতে পার, মন্দ হতে পার, জায়যে হতে পার, হারাম হতে পার, ফরয হতে পার, অন্য কছিুও হতে পার। আল্লাহই ভাল জাননে।”[সমাপ্ত]

জনেে রাখুন, হজ্জরে সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা শর্ত কনিা এ সংক্রান্ত আলমেদরে মতভদে শুধু ফরয হজ্জরে ক্ষত্রেে। নফল হজ্জরে ক্ষত্রেে আলমেদরে সর্বসম্মত অভমিত হচ্ছে- মাহরাম ছাড়া কংিবা স্বামী ছাড়া নারীর জন্য সফর করা নাজায়যে।[আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা (১৭/৩৬)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে: যে নারীর মাহরাম নইে তার উপর হজ্জ ফরয নয়। কারণ নারীর জন্য মাহরাম থাকা সামর্থ্য থাকার পর্যায়ভুক্ত। সফররে সামর্থ্য থাকা হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ তাআলা বলনে: "মানুষরে মধ্যে যারা বায়তুল্লাতে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদরে উপর আল্লাহর জন্য এ ঘররে হজ্জ আদায় করা ফরজ।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৯৭] নারীর জন্য হজ্জরে উদ্দশ্যে কংিবা অন্য কোন উদ্দশ্যে স্বামী কংিবা মাহরামরে সঙ্গ ছাড়া সফর করা জায়যে নইে...। এ অভমিত ব্যক্ত করছেনে- হাসান, নাখায়ী, আহমাদ, ইসহাক, ইবনুল মুনযরি ও আসহাবুল রায়। এটি সহহি অভমিত— উল্লখেতি আয়াতরে কারণে এবং স্বামী কংিবা মাহরাম ছাড়া নারীর সফর নষিদ্ধি হওয়া সংক্রান্ত হাদসিগুলোর সাধারণ হুকুমরে কারণে। এর বপিরীত রায় দয়িছেনে— ইমাম মালকে, শাফয়েি ও আওযায়ি। তাঁরা প্রত্যকেে এমন একটি শর্ত করছেনে যে শর্তরে পক্ষে কোন দললি নইে। ইবনুল মুনযরি বলনে: "তাঁরা হাদসিরে প্রকাশ্য ভাবকে বাদ দয়িছেনে এবং প্রত্যকেে এমন একটি শর্ত করছেনে যার সমর্থনে কোন দললি নইে।"[সমাপ্ত]

[ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (১১/৯০, ৯১)]

তারা আরও বলনে:

সহহি হচ্ছে- মহলিার জন্য স্বামী ছাড়া কংিবা পুরুষ মাহরাম ছাড়া হজ্জরে জন্য সফর করা জায়যে নইে। মাহরাম ছাড়া নর্িভরযোগ্য মহলিা, নজিরে ফুফু, খালা, কংিবা মায়রে সাথে সফর করা তার জন্য জায়যে নইে। বরং অবশ্যই নজিরে স্বামীর সাথে কংিবা মাহরাম পুরুষদরে সাথে সফর করতে হবে।

যদি সঙ্গে যাওয়ার মত এমন কাউকে না পায় তাহলে সে নারীর উপর হজ্জ ফরয হবে না।[সমাপ্ত]

[ফতোয়াবষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (১১/৯২)]

আল্লাহই ভাল জাননে।